[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible]([illegible]) [illegible]

[illegible]

[illegible]; [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible]: [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]

আজ সোমবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট -১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়তউল্লাহ স্বপ্রণোদিত এ মামলা করেন। যার নম্বর মিসকেস ০২ /২০২৩।

মামলায় মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল)কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে মেহেরপুরের সিভিল সার্জনকে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জেলার হাসপাতাল /ক্লিনিক /ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকা আদালতে জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত মামলার নথিতে বলেছেন , সংবাদ দৃষ্টে দারুস সালাম ক্লিনিকে অপারেশনের সময় এক প্রসুতির মৃত্যু হয়েছে মর্মে দেখা যায়। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য বিভাগে অভিযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর বিষয়টি স্বাভাবিক নয় মর্মে পরিবারের সন্দেহ করছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা চলছে। অপারেশনের সময়ে এনেস্থেসিয়োলোজিস্ট হিসেবে যে ডাক্তারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি অপারেশনের সময় উপস্থিত ছিলেন না মর্মে বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এটা সঠিক হয়ে থাকলে তা একটি গুরুতর আইনের লংঘন এবং ইচ্ছাকৃত অবহেলা যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ঘটনায় বিষয়ে এখনও কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি মর্মে আদালতের গোচরীভূত হয়েছে। এমতাবস্থায় , জনস্বার্থ ও ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে পুরো ঘটনাটির বিষয়ে প্রশাসনিক তদন্তের পাশাপাশি একটি বিস্তারিত অনুসন্ধান হওয়া সমীচীন বলে আদালত মনে করে। সার্বিক বিবেচনায় The Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ এর ধারা ১৯০ (১) (গ) অনুযায়ী বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত উপর্যুক্ত সংবাদটি বিবেচনায় নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার , মেহেরপুর সদর সার্কেল (স্বয়ং)-কে উল্লিখিত বিষয়ে অনুসন্ধান পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হলো। অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আরো কয়েকটি প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। সেগুলো হলো ; ক্লিনিকটির লাইসেন্স আছে কি -না ?, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্লিনিকটি অনুমোদিত হয়ে থাকলে সেটা নবায়নকৃত কি-না ?, পরিবেশ অধিদপ্তর , ফায়ার সার্ভিসসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র /অনুমোদন আছে কি-না ?, ক্লিনিকটিতে সার্বক্ষনিক ডাক্তার আছে কি -না ?, অপারেশন পরিচালনাকারী ডাক্তারের সার্জারি ডিগ্রি ছিল কি-না ?, অপারেশনের সময়ে এনেস্থেসিয়োলোজিস্ট হিসেবে কোন উপযুক্ত ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন

কি-না ?, প্রি -এনেস্থেসেয়িটিকক চেক -আপসহ অপারেশনের জন্য নির্দিষ্ট মানদন্ড অনুসরন করা হয়েছিলো কি -না ?, সহায়ক নার্সদের উপযুক্ত ডিগ্রি ছিল কি -না ?

এছাড়া The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, ১৯৮২, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন , ২০১০ এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিধানের ব্যত্যয় ঘটয়ে ক্লিনিকটি পরিচালিত হচ্ছে কি -না সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করবেন। অনুসন্ধানকালে তিনি সিভিল সার্জন অফিস থেকে গঠিত (যদি থাকে) তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করবেন। অপারেশনের সময়ে সংশ্লিষ্টদের কোন ইচ্ছাকৃত অবহেলা ছিল কি -না , মানদন্ড অনুসরনের ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ছিল কি -না এবং মেডিকেল বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ মতামত প্রয়োজন হলে সিভিল সার্জনের অফিস থেকে সুনির্দিষ্ট মতামত গ্রহন করবেন।

আদালত পর্যবেক্ষনে আরো বলেন, প্রায়ই মেহেরপুরের বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসায় অবহেলার এবং বিধি বহির্ভূতভাবে ক্লিনিক পরিচালনার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এর সাথে সাধারন মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত। একজন অসুস্থ মানুষ চিকিৎসক ও ক্লিনিকের উপর আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের শরীরের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার প্রদান করেন। হাসপাতাল , ক্লিনিক বা চিকিৎসকের অবহেলা একজন রোগীর সাথে প্রতারনা এবং বিশ্বাস ভঙ্গের শামিল যা দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬ ও ৪২০ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এছাড়া উক্ত অবহেলা একজন ব্যক্তির জীবনকে বিপন্ন করে তুলতে পারে যা দণ্ডবিধির ধারা ৩০৪ক , ৩৩৬, ৩৩৭ ও ৩৩৮ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অধিকন্তু The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, ১৯৮২, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ অনুযায়ী নির্ধারিত মানদন্ড অনুসরন না করলে সেটাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমতাবস্থায় সিভিল সার্জন , মেহেরপুরকে মেহেরপুর সদর থানাধীন সকল বেসরকারি হাসপাতাল /ক্লিনিক / ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকা আগামি ৯ ফেব্রুয়ারি আদালতে দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হলো। এগুলোর মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, ১৯৮২, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন , ২০১০ এবং আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সে বিষয়টি তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবেন।

[illegible], [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এসময় তাদের কাছ থেকে একটি HANk চোরাই মোটরসাইকেল যার ইঞ্জিন নং-KC13EFKGC00853 এবং চ্যাসিস নং-PS1KCS236kJE00297 উদ্ধার করেন।

দামুড়হুদায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করার অপরাধে জরিমানা

দামুড়হুদায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা করা হয়েছে।

রবিবাার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার দামুড়হুদা বাসট্যান্ডে মনির হোটেলে ২ হাজার টাকা , উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন ভাই ভাই হোটেলে ১ হাজার ও সোনার মদিনা হোটেলে ১ হাজার টাকা , মোট ৩টি হোটেলে ৪ হাজার টাকা ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। এসময় তিনি বলেন জনস্বার্থে অভিযান অব্যাহত থাকবে। ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার একটি চৌকস টিম।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় দুই জনের সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে একটি মাদক মামলায় মামুন মল্লিক ও রবিউল ইসলাম নামের দুই ব্যক্তির সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ মো : শহিদুল্লাহ এ রায় ঘোষনা করেন। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত।

দণ্ডিত মামুন মল্লিক সদর উপজেলার বামনপাড়ার মতি মল্লিকের ছেলে এবং রবিউল একই উপজেলার টেংরামারী গ্রমের ইজাল ভিস্তির ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে , ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিকালে সদর উপজেলার সাহেবপুর সড়কে সবজিভর্তি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ৮টি নিল রংয়ের বস্তা থেকে ৮০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। ওই সময় পুলিশ মামুন মল্লিককে আটক করতে পারলেও রবিউল পালিয়ে যায়।

ওই দিন ডিবির এসআই মোস্তফা শওকত জামান বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় দুই জনকে আসামি করে ১৯৯০ সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। পরে প্রাথমিক তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা মামুন মল্লিক ও রবিউলকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলার নথি পর্যবেক্ষণ ও শুনানী শেষে বিজ্ঞ বিচারক আসামী দুজনের বিরুদ্ধে সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশের আদেশ দেন।

দামুড়হুদায় অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা চিৎলায় ফসলী জমির পাশ থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এই জরিমানা করা হয়।

উপজেলা ভূমি অফিস সূত্রে জানা গেছে দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের চিৎলা বুন্দাগাড়ীর মাঠে ফসলী জমির পাশ থেকে অবৈধভাবে

মাটি উত্তোলনের সময় ভেকু মেশিন সহ একজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। সরকারিভাবে মাটি উত্তোলনের কোন অনুমতি না থাকায় এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতে কার্পাসডাঙ্গার আব্দুল হান্নানের ছেলে হাবিবুর রহমানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। তিনি বলেন জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম।

চুয়াডাঙ্গায় দুই প্রতিষ্ঠানকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এর নেতৃত্ব এই ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কোর্টপাড়া ও বাগানপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। পরিচালিত অভিযানে বেশ কয়েকটি পানির কারখানাগুলোতে তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অভিযানে কোর্টপাড়া মেসার্স একুয়া ফ্রেশ ড্রিংক ওয়াটার নামক পানির কারখানায় পানির টেস্ট রিপোর্ট ও লাইসেন্স ব্যতীত অবৈধ ও অস্বাস্থ্যকরভাবে পানি বোতলজাত ও বাজারজাত করার অপরাধে এর মালিক মোঃ সাঈদ আশীককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন -২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ৭ দিনের জন্য কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে একই এলাকায় মেসার্স ইসরা ড্রিংকিং ওয়াটার নামক পানির কারখানায় তদারকি করা হয়। এসময় পানির জারে মেয়াদ , মুল্য অর্থাৎ মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির

[illegible]

[illegible]